বিশ্ব ব্রহ্মান্ড এর যত্ন তার পক্ষে নেয়া ।

ঈশ্বর সদাপ্রভু মানুষকে নিলেন এবং এদন উদ্যানে কাজ এবং এর যত্ন নেবার জন্য রাখলেন । এই হলো কাজ যা করার জন্য তিনি আমাদের আহ্বান করেন! যদি আমাদের ক্রীড়া দক্ষতা ঈশ্বর প্রদত্ত দান হয়, তাহলে এটার উচিৎ হবে যেন ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য তা এটা ব্যবহার করি যেন বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের অংশ যা ক্রীড়া জগতের যত্ন নিই ।

১৫ পদে যে ক্রীয়াপদগুলো ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো "কাজ করা, যত্ন নেয়া, কৃষিকর্ম করা", তাঁর পৃথিবীকে চাষাবাদে ঈশ্বরের সৃজনশীলতায় আমাদের অংশগ্রহণ থাকা দরকার । আমাদের সৃষ্টি হয়েছে যেন তাঁর প্রতিনিধিত্ব করি । তাঁর প্রদত্ত সৃজনশীল দানসহ যা আরাধনা হিসাবে তাকে গৌরবান্বিত করে । আমাদের ক্রীড়ার জন্য ওটার প্রয়োগ সমূহ চিন্তা করুন ।

অলিম্পিকের সাতাঁরে স্বর্ণপদক বিজয়ী দক্ষিণ আফ্রিকার পেনি হিনস্ দৃঢ়ভাবে এটা বিশ্বাস করে", সাঁতার কাঁটা আমার ক্লাশরুমে বিভিন্নভাবে যেখানে ঈশ্বর আমাকে তাঁর ক্ষমতা এবং তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতে শিক্ষা দেয় । আমি সন্তুষ্টির অনুভূতিকে ভালবাসি যা আমি সাঁতার কাটা কিংবা দৌঁড়ে পেয়ে থাকি এবং জানি যে সাঁতারে প্রতি মুহূর্তে আমি আমার হৃদয় সহ সবকিছু ঈশ্বরকে দিয়ে দিয়েছি । এটা হলো সবচাইতে ভাল আরাধনা যা আমি তাঁকে উৎসর্গ করতে পারি । আমার মনে আছে একবার আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার পূর্বে বেশী ক্লান্তি অনুভব করেছিলাম; আমি মনে করেছিলাম," আমি সাঁতার কাটতে কাটতে উপরে নীচে যাচ্ছি

এবং প্রভুর প্রশংসা করি এবং আমার দক্ষতা দিয়ে তাঁর আরাধনা করি; আশা করি যে আমি শুধুমাত্র অর্ধেক সময় ভাল খেলতে পারবো ।" ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা শুধুমাত্র এটা নয় যে, কেউ আমাদের যোগ্যতা নিয়ে কি বলে । এমনকি এটা এও নয় আমরা যে ট্রফি জিতে থাকি । এটা হলো আমাদের দক্ষতা দ্বারা সর্বোচ্চ কিছু করা এবং সঠিক আচরণ যা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে ।

বেশ কয়েক বছর পর আমি শুনতে পেলাম পেশাদারী ফুটবল ক্লাবের কোচেরা একটি ঘটনায় উদ্বিগ্ন কারণ একজন খেলোয়াড় খ্রীষ্টান হয়েছে; তারা মনে করলো সে খেলায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে এবং তার প্রতিযোগি মনোভাব হারাবে । প্রায় সময় এটা খ্রীষ্টিয় আদর্শ সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি উপর নির্ভর করে ।

মূল বিষয় অগ্রাধিকার

খ্রীষ্টান খেলোয়াড়গণ যারা আসলে বুঝে যে এটা হলো ঈশ্বরের গৌরবের জন্য তাদের মেধা বা দক্ষতাকে ব্যবহার করা । ক্লাবে সবচাইতে বেশী প্রতিশ্রুতিশীল খেলোয়াড় হওয়ার চেয়ে এটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা জানে তাদের মূল বিষয় হলো এটা তারা করছে ঈশ্বরের জন্য যিনি তাদের ওইসব মেধা বা দক্ষতা দিয়েছেন ।

আমি স্মরণ করি কেউ একজন আমাকে বলছে যে যখন প্রচুর অনুশীলনের পর চূড়ান্তভাবে একটা ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় এবং কৃতকার্যতার মুহূর্ত আসে তখন কোচ কিংবা তোমার মা, কিংবা দলের অন্য কেউ প্রথম উৎসাহিত করে না । ঈশ্বর যিনি তাদের পরাজিত করেন এবং বলেন "বেশ ভালো আমার ছেলে । আমি তোমাকে যে দক্ষতা দিয়েছি দেখ এটা দিয়ে তুমি কি করেছো ।" ঈশ্বর হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি যখন আমাদের খেলা

সঠিক এবং ভাল হয় উৎসাহিত করেন ।

একজন খ্রীষ্টান খেলোয়াড় হিসাবে আমাদের তেমন মানুষ হতে হবে যে সব অবস্থাতে সর্বোচ্চ দিয়ে থাকে-জয়, হার কিংবা ড্র সব অবস্থায় । আমি সহজে ছেড়ে দিব না এবং সব সময় আমার যোগ্যতা দিয়ে সর্বোচ্চ পাওয়ার চেষ্টা করবো । এটা হলো ঈশ্বরের জন্য ক্রীড়াজগতের এবং 'যত্ন নেয়া' যা আসলে ঈশ্বর আমাদের কাছে চান ।

চিন্তা

খ্রীষ্টানদের ক্লাবে সবচাইতে পরিশ্রমী এবং সবচাইতে আদর্শ খেলোয়াড় হওয়া উচিত ।

আলোচনা

যদি আমি ক্লাবে খুব প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কঠিন প্ররিশ্রমী খেলোয়াড় হতে চাই তাহলে কিভাবে আমার সীমিত সময় দ্বারা আমি আমার কাজ, আমার পরিবার, আমার মন্ডলী এবং আমার খেলা এর চাহিদা ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করবো?

কাজ

যা সম্ভব সর্বোচ্চ পর্যায়ে তোমার খেলোয়াড়ী মেধা বা দক্ষতা উন্নয়নে উদ্যোগী হও ।

৫ পেশাগত ত্রুটি

পরে তিনি নারীকে কহিলেন, আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে, এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে, ও সে তোমার উপরের কর্তৃত্ব করিবে । আর তিনি আদমকে কহিলেন, যে বৃক্ষের ফলের বিষয়ে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, তুমি তাহা ভোজন করিও না, তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনিয়া তাহার ফল ভোজন করিয়াছ, এই জন্য তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল, তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে; আর উহাতে তোমার জন্য কণ্টক ও শেয়াল কাঁটা জন্মিবে এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবে । তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবে, যে পর্য্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে; তুমি ত তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছ; কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে ।

আদিপুস্তক ৩:১৬-১৯ পদ

২০০২ সালে হেনেকেন কাপের ফাইনাল খেলায় একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটেছিল । লেইচেষ্টার ১৫-৯ পয়েন্টে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এগিয়ে ছিল কিন্তু ম্যানষ্টার গোল পোষ্টের ৫ গজ দূরত্ব এলাকার মধ্যে একটি বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ল । ফলাফল পরিবর্তনের চেষ্টায় ম্যানষ্টারের জন্য জয় পেতে সাত পয়েন্ট পেতে হবে । ম্যানষ্টার গোল পোষ্টের খুব কাছাকাছি, পিটার স্ট্রিনজার বলটা এই অবস্থায় মারবে ঠিক এই সময় লেই চেষ্টার ফ্লান্কার নেইল বেক অবৈধভাবে বলটি লাথি মেরে তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দূরে পাঠিয়ে দেয় । রেফারীর নজরে